132

তারিখ ... 14 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকে মনোরোগে আক্রান্ত হচ্ছে

হাসিনা আশরাফ ঃ মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অনেকে মনোরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে এক ধরণের ডিপ্রেশন ছাড়াও রোবটের মত প্রাণহীন একমুখী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি নগরীর বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের চেম্বারে চিকিৎসার জন্য আগত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন।

মহানগরীতে মনোরোগে আক্রান্ত ছত্রছাত্রীদের উপর বড় ধরনের কোন জরিপ কাজ হয়নি। কয়েক বছর আগে ৯২৮ জন মনোরোগীর উপর এক নমূনা জরিপ করেছিলেন প্রফেসর হেদায়েতল ইসলাম, ডাঃ মোহাম্মদ শায়েদুল

(৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রছাত্রীদের অনেকে মনোরোগে আক্রান্ত হচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম মল্লিক এবং সহযোগী অধ্যাপিকা ডাঃ মাসুদা খানম। জরিপ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে প্রাইমারী পর্যায়ের শিশুদের মধ্যে মনোরোগ আক্রান্ত ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। এ ক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যা যেখানে ১১৭ জন, মেয়েরা সেখানে মাত্র ৫১ জন। একইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে বালক-বালিকাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৬ জন এবং ৪১ জন। স্কুল সার্টিফিকেট পর্যায়ে ছেলেদের সংখ্যা ৯৩ জন, মেয়েদের সংখ্যা ৩৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে এবং মেয়েদের সংখ্যা ৭৯ এবং ৪২ জন। স্নাতক পর্যায়ে ছেলেদের সংখ্যা ২৬ এবং মেয়েদের সংখ্যা ১৮। স্নাতকোত্তর মনোরোগে আক্রান্ত ছাত্রদের সংখ্যা ১১ হলেও ছাত্রীদের সংখ্যা মাত্র ৫ জন বলে জানানো হয়েছে।

আইপিজিএমআর ঢাকার মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের প্রধান প্রফেসর মোহম্মদ এনায়তুল ইসলাম ছাত্রছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের জন্য সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, যে বয়সে ছেলেমেয়েরা তাদের ভবিষ্যতের সুস্থ সুন্দর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা নেয়, বর্তমান সমাজে তারা সে ধরনের কোন শিক্ষাই পাচ্ছে না। ঘরে বাইরে তাদের জন্য উদাহরণ হিসাবে কেউ নেই, কিছু নেই। পারিবারিক জীবনে বেশীর ভাগ পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা সমাজের গতানুগতিক ধারার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। দুর্নীতি, ঘুষ, অব্যবস্থা, অবহেলা আজকের সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার। চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে এগিয়ে আসা দূরে থাক, বেশীরভাগ অভিভাবক এদেরকে ভয় পান। এড়িয়ে চলেন। ফলে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের সামনে কোন সুস্থ উদাহরণ থাকছে না। থাকছে না কোন ন্যায়ভিত্তিক সাহসী ভূমিকা। ফলে প্রকাশ্যে ন্যায়-অন্যায় প্রশ্নে নিস্পৃহ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাদের অবচেতন মনে প্রচন্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ছাত্রছাত্রীদের জীবনে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আরেকটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তাদের শিক্ষার পরিবেশ। এ ক্ষেত্রে ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের তৎপরতা শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মনে স্কুল সম্পর্কে এক ভীতির সঞ্চার করে। আসলে নগরীতে সত্যিই ভাল ভাল স্কুল-কলেজ আছে। আছেন নামী-দামী শিক্ষক-শিক্ষিকা। কিন্তু ক্লাসের পড়ানো শিক্ষায় পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। ভাল নম্বরের জন্য নামী শিক্ষকদের কাছে কোচিং করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কোচিং। ঘন্টা মেপে ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয় কোচিং ক্লাস। এক ঘন্টা স্থায়ী দিনে ৫ থেকে ৬ ঘন্টা স্থায়ী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফটোস্টেট করা নোট বিতরণ করেন শিক্ষক। মাসে আটদিন কোথাও কোথাও ১২ দিন আট বা ১২ ঘন্টার জন্য কোচিং ফিস হিসাবে আদায় করেন পাঁচশ' থেকে হাজার টাকা। এভাবে নামী শিক্ষকেরা উন্নত শিক্ষা প্রদানের নামে শিক্ষার্থীদের নোট লিখে দিন। বিনিময়ে প্রতি মাসে ৫০ হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। কোচিং ক্লাসে ভাল রেজাল্টের প্রত্যাশায় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ছোটেন অভিভাবকরা। শিক্ষার্থী সব ক্লাসের নোট মাথায় নিতে পারলো কি না পারলো সে নিয়ে অভিভাবকের মাথা ব্যথা নেই। স্কুল বা কলেজে পড়াশুনার সময়ের বাইরে প্রতিদিন তাকে বাড়তি একাধিক কোচিং ক্লাসে যেতে হয়। এ ধরনের কোচিং ক্লাস করা নিয়ে অভিভাবক বা শিক্ষকদের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ কমে যেতে থাকে। অবচেতন মনে মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রবল এক দ্বন্দ্ব তাদেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে।

পিজির মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মাসুদা খানম লেখাপড়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ প্রয়োগ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার চাপ বেড়ে যায়। সে অতীত বা বর্তমান যে কোন সময়ই হোক। ভাল রেজাল্ট প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগে পড়াশুনা নিয়ে দারুণ পরিশ্রম করে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। অথচ অনেক ক্ষেত্রে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহজাত শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে একটা অনুকরণপ্রক্রিয়া সৃষ্টি করছে। শিক্ষকের নোট মুখস্ত করে তারা তোতা পাখির মত। এ ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে থাকে না কোন আনন্দ। থাকে না আত্মবিশ্বাস। যন্ত্রমানবের মত রাত দিন একঘেঁয়েভাবে নোট মুখস্ত করতে হয়। এটা তার স্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়াকে অনেকটা বাধাগ্রস্ত করে। পড়াশুনা ছাড়াও শিক্ষার্থী বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলাধুলা, ছবি আঁকা, সঙ্গীত বা শিল্প সাধনা প্রভৃতি দিকে যে সহজাত প্রতিভা বিকাশে আগ্রহ থাকে, সময়ের অভাবে অনেকেই তার সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে পারে না। ফলে অবচেতন মনে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আজকের আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও এদিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে কোন সুস্থ অবদান রাখতে পারছে না। অতীতের মত আদর্শবান শিক্ষক পায় না তারা। পায় না আদর্শ কোন পরিবেশ। তাদের সামনে ব্যবসা ক্ষেত্রে চলে নিয়মনীতিহীন দাম বাড়াবার প্রতিযোগিতা। শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের মধ্যে চলে বিকিকিনির প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা। টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র—সবখানেই আছে সংবাদ, তাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই। এই অবস্থায় এদের ভবিষ্যৎ জীবন সত্যকার কি আকৃতি নেবে, আজ তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, আজকের অনুভূতিহীন যন্ত্রজীবনে যেসব শিক্ষার্থী বড় হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে এর কিছুটা ছাপ রয়ে যাবেই।